অত্রি

শিরোনামহীন কবিতা

আমার ঘর তুমি অন্ধকার করে দিচ্ছো ভুয়ো সংঘর্ষে
আর নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বলছো গ্রামে গ্রামে পৌঁছবে বিদুৎ—
এতটুকু বলার, বক্তব্য শেষ করার এইসব
বাহারী টুপি পেরিয়ে মানবাধিকার কর্মীটি হাঁপাতে থাকেন।
পেছনে পেছনে ফিসফিসিয়ে খিলখিলিয়ে
ফোঁপরা অথবা হৃদপিণ্ড ছিটকে বেরিয়ে আসার কথা হয়।
মিছিল যা বহু ব্যবহৃত হতে হতে জীবনানন্দের
শুয়োরের মাংস অথবা কোরিয়ান সিনেমার নরখাদকতা।
এখানে অথবা দুবার ব্যবহার করে ফেলেছি
অর্থাৎ আমিও দুমুখো সাপের মতন সাংবিধানিক।
সংবিধান যা অপাপবিদ্ধ
যা কয়েকদিন আগে অবধিও এলজিবিটিকিউ
শুনলে ব্যাঙের এগারো নম্বর পয়দার মতন লাফাতো
হে সাদা দাড়ির প্রাজ্ঞ কমরেড
আপনার ন্যাশনাল লাইব্রেরি ক্যান্টিনে ছেলেপুলে
ধরে ধরে সমান্তরালর তরলীকৃত বুঝদারপনার
ক্লান্ত ফেসভ্যালু ডিম দেওয়া পাখির চিৎকার মনে হয়।
বিশ্বাস করুন, আমি গণতন্ত্রের কথা চাপ খেয়ে বলি
এমনিতে ইচ্ছা হয় রাম্পাট ক্যালানোর।

শরজিল ইমাম
শরজিল উসমানি
সফুরা জারগার
দেবাঙ্গনা নারওয়াল

আপাতত অন্ধকারের কাগজ আমরা না দেখালেও

আইডেন্টিটি কার্ড ও প্যানকার্ড চাইতে চাইতে এদের বলা হয়েছে
বাতাসে আমরা ভরে দিয়েছি বিষ
তাও তুমি বীজ খুঁজে চলো
একটি রকগান
একটি মায়ের রূপকথা
যা গাছ হয়ে উঠবে
এবং জেনে রাখা জরুরি
পিঞ্জরে শুকপক্ষী আছে কি নেই একথা
জানা যাবে না
আমরা চেষ্টায় আছি খাঁচা ভেঙে ফেলবার।
জিনহে্ নাজ্ হে হিন্দ পে
তারা কোথায় এবং কীভাবে এবং কীরকম
দিন কাটাচ্ছেন একথা মদাসক্ত গুরু দত্ত
সাদা কালো গলির ভিতরে ভিতরে
টলমল পায়ে জিজ্ঞেস করে চলেছেন
পৃথিবীর ডানা পায়রার মতো আড়মোড়া ভাঙছে।
পৃথিবীর ভাইবোনেরা শিখছে সিসকি্ ও রাষ্ট্রবিরোধী খিস্তি
আদম এবং হাওয়ার যৌনতায়
শায়েরির ফোকলা দাঁতের দুনিয়ায়
গালিব এবং সাহিরের কাকতল্লায়
ইনকিলাব পত্রিকার ফ্যাকাশে জানলায়।
ফয়েজ এবং মীর তাকি মীরের দাঙ্গাবাজ দুনিয়ায়
যেমন আছে তেমনই ঘুমাতে যায়
এমনই দুনিয়ায়
ছোটো ছোটো কথায় আগুন জ্বলে
ওঠে এমনই দুনিয়ায়
নক্ষত্রের বিপরীতে রামলালা ও মক্কার
উত্তরে বসে থাকে হারামির বাচ্চারা ।

নে এবার সামলে দ্যাখা তোদেরই দুনিয়া
ডেমোক্রেসির ছাতির উপরে ত্রিশূলের দাগ

যেমন টাওয়ারে ঢুকেছিল বোমারু বিমান
চোখ খোলা ইস্তক যতটুকু দেখা
ততটুকু কেবল সামরিক বাহিনী
এই সরু ঘিঞ্জি স্পেস ও শ্যাওলাধরা নেশন—
স্টেটের দেওয়াল আমি ঘেন্না করি,
ঘেন্না করি নিজেরই অন্ধচোখ,
ঘেন্না করি হাত ও মগজ যা ক্রমশ
সরকারি দিকে নুইয়ে যাচ্ছে
আমাদের লেখা শরীর ও যাবতীয় পারফরমেন্স
যার ভাষা কোনোদিন কেউ শোনেনি
সেই এসে একদিন দোকানে আগুন লাগায়
ধর্ষণ করে লাগাতার
আশি বছরের মা
তিরিশ বছরের বোন
দশ বছরের মেয়ে— সবাইকে
আমাকেও নয় কি?!
সে তো এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়
হিউম্যান সিভিলাইজেশন ইত্যাদি ইত্যাদি, যা যা আমরা বলি
তারপরে তার ভাষার দিকে আমরা কান পাতি, তৎপর হই
বজরং অথবা জামাত কেউ জেতে না, হারেও না
শুধু এক গথিক উচ্চতায় কে যেন শিউরে ওঠে
এই ধুমধাড়াক্কা লেখামোকে
কবিতা বলে ভাববার ভুল না করাই ভালো
ক্রাফটের দিক থেকে মুড়িমুড়কির মতো প্যাডিং
ও ছাল সরিয়ে ডেনিম পরিহিত কলার তোলা বাক্যটি এই যে:
সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি চাই
এবং এরপরে দীর্ঘ ব্রেক এবং চায়ে পে চর্চা

আর ভারতবর্ষ, তোমাকে যা বলার
জেগে থাকবার ইচ্ছা থাকলেই
ঘুমে আজও স্বপ্ন আসবে।